R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

রিপ্রোডাকশন
সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ,
৪০৭ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৮ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯১ সাল
২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৭৲ সডাক

নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ ও পরিবহণ সমস্যা জেলায় বাম ভাবমূর্তি ম্লান করেছে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : মুরশিদাবাদ জেলায় গত আট বছরে বামফ্রণ্টের জনসমর্থন বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। সেইসঙ্গে ফ্রণ্টের তিন বড় শরিক তথা সি পি এম, আর এস পি ও ফঃ ব্লক সাংগঠনিক শক্তি ক্রমশঃ কমেছে। তবে জনসমর্থন হারানোর সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর এস পি এবং ফঃ ব্লক। রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে ওই দুই শরিকের অস্তিত্বই বর্তমানে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বামফ্রণ্টের জনসমর্থন ৫টি বড় শহরে যথা বহরমপুর, ধুলিয়ান, জিয়াগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ এবং কান্দীতে অত্যন্ত কমেছে। লালবাগ, সাগরদীঘি, বেলডাঙ্গা, ফরাক্কা প্রভৃতি শহর ও গ্রামগুলিতেও ফ্রণ্টের অবস্থা খুব একটা অনুকূলে নেই। গ্রামাঞ্চলগুলিতেও সরাসরি সমর্থন না হারালেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সেগুলিতেও ফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে একটা ক্ষুব্ধ মনোভাব ক্রমশঃ দানা বাঁধছে। জেলায় ফ্রণ্টের এই জনসমর্থন হ্রাসের প্রধান কারণ, বিদ্যুতে লোডশেডিং-এর দাপট, আইনশৃংখলা ও নিরাপত্তার অভাব এবং পরিবহণের সমস্যিয়ে অবস্থা। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় কিছু কিছু আঞ্চলিক সমস্যাও ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়িয়েছে। ওইসব আঞ্চলিক সমস্যাগুলির সমাধান করার আশ্বাস দিয়েও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলি পূরণ করা হয়নি। বহরমপুরে জনসমর্থন হারানোর প্রধান কারণ আইনশৃংখলা ও লোডশেডিং ছাড়াও পুরসভা নিয়ে রাজনীতি ও শহরের সুস্থ পরিবেশ রক্ষায় সরকারী ব্যর্থতা এছাড়াও রয়েছে পরিবহণের বিপর্যস্ত অবস্থা। কান্দীতেও প্রায় একই কারণে সমর্থন কমেছে। রঘুনাথগঞ্জে সমর্থন হ্রাসের কারণ হিসেবে আইনশৃংখলা রক্ষায় পুলিশী ব্যর্থতা প্রধান। এছাড়াও গঙ্গায় ব্রীজ না হওয়া, কলিকাতা—রঘুনাথগঞ্জ বাস চালু করার ব্যাপারে ব্যর্থতাও এখানে জনসমর্থন হ্রাসের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। আর এস পি'র এক নেতা বলেছেন রঘুনাথগঞ্জ থেকে কলকাতা বাস চালুর সব ব্যবস্থা পাকা করেও সি পি এমের বাধা ও ওজর-আপত্তির ফলেই নাকি বাসটি চালু করা যায় নি। অন্যান্য শহরগুলি যথা ধুলিয়ান, সাগরদীঘি, বেলডাঙ্গা প্রভৃতি এলাকায় তেমন কোনো উন্নয়ন কার্য্য সম্পূর্ণ করতে ফ্রণ্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছে। ওই শহরগুলির হাল দিন দিন আরও খারাপ হয়েছে। চোরাই কারবার, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ প্রভৃতির ফলে সেখানে নাগরিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এদিকে জনসমর্থন হ্রাসের অন্যতম কারণ হিসেবে অনেকেই প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে আদালতের নিষেধাজ্ঞা এ ডি আইকে শোকজ

বিমান হাজরা : ফরাক্কার চাচণ্ডা বাসুদেবপুর জালালপুর হাইস্কুলে একজন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে জেলার এ ডি আই (সেকেণ্ডারী) কে জঙ্গিপুর আদালত শো-কজ করেছেন। সেইসঙ্গে আদালত সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধানশিক্ষক, সম্পাদক প্রমুখের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের নির্দেশ ভেঙ্গে সম্পূর্ণ বে-আইনি ভাবে একজন 'অযোগ্য' প্রার্থীকে ওই পদে নিয়োগ করা হচ্ছিল এ কথা জানতে পেরে জনৈক নন্দকিশোর দাস এ ব্যাপারে আদালতের শরণাপন্ন হন। শ্রীদাসের অভিযোগ, স্কুলের সম্পাদক আলতাব হোসেন তাঁর ছেলে লতিফ সেখকে ওই শিক্ষক পদে নিয়োগের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের চাপে এ ব্যাপারে ফরাক্কা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের এক অফিসার এবং এ ডি আই ও সরকারী নিয়ম ভেঙ্গে কাজকর্ম করেছেন!

নন্দকিশোরবাবু জানান, শিক্ষকপদে নিয়োগের জন্য বিটি এবং বি এড প্রার্থীর অগ্রাধিকার থাকা সত্ত্বেও ফরাক্কা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে ১৩ জনের যে তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাতে বি এড বা বিটি প্রার্থীদের নাম রাখা হয়নি। সরকারী নির্দেশে পদপ্রতি ১০ জনের নাম পাঠাবার নিয়ম থাকা সত্ত্বেও সম্পাদকের পুত্রকে তালিকাভুক্ত করতে তালিকায় অতিরিক্ত ৩ জনের নাম সংযুক্ত করা হয়। এক্সচেঞ্জ প্রস্তুত তালিকায় নন্দকিশোরবাবুর নাম রাখা হয়নি। যদিও তিনি সংশ্লিষ্ট পদের সমস্ত যোগ্যতা পূরণে সক্ষম ছিলেন এবং তাঁর নাম যথারীতি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জেও নথীভুক্ত করা আছে! নন্দকিশোরবাবুর সন্দেহ এই ভাবে বে-আইনি নিয়োগের পিছনে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি ও আর্থিক দুর্নীতি রয়েছে।

জঙ্গিপুর আদালতের দ্বিতীয় মুনসেফ অলক দাস এ ব্যাপারে নন্দকিশোরের একটি আবেদন গ্রহণ করে এই নিয়োগ স্থগিত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে কেন এই তালিকা বাতিল করা হবে না সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সম্পাদক প্রমুখকে ১০ দিনের মধ্যে আদালতের কাছে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। অবশ্য এ ডি আই সরকারী অফিসার হওয়ায় তাঁর ক্ষেত্রে কারণ দর্শাবার সময়সীমা বাড়িয়ে ৩০ দিন করা হয়েছে। নন্দকিশোরের হয়ে আদালতে মামলাটি এনেছেন আইনজীবী আশিস্ ঘোষাল ও দিবেন্দু নাথ।

প্রশাসনের নাকের ডগায় চোরাকারবার চলছে

ধুলিয়ান : সম্প্রতি ধুলিয়ান বাজারের ফুটপাত থেকে নিমতিতা বি এস এফ ও কৃষ্ণনগর কাষ্টমস বাহিনী দ্বৈতভাবে খুরসেদ সেখ, দাউদ সেখ, নাজির মণ্ডলদার ও সফিক মণ্ডলদারের কাছ থেকে প্রায় ২৫ হাজার টাকার বাংলাদেশী জামা প্যাণ্টের কাপড় বে-আইনীভাবে বিক্রি করার অভিযোগে বাজেয়াপ্ত করেছেন বলে জানা গেছে। মাঝে বি এস এফ বাহিনী চুপচাপ ছিল। কিন্তু আবার বাংলাদেশী মাল লেনদেন জোরদার হওয়ায় তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ধুলিয়ান এখন সব সময় বাংলাদেশী লোকে ভরপুর থাকছে। আরও খবর আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র ও খাদ্য সামগ্রী সব সময়ে চোরা পথে ব্ল্যাকে সেল হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত অনুপ্রবেশকারীরা ধুলিয়ানের আড়ত ও আশে পাশের বিভিন্ন জায়গায় দিনের পর দিন অবস্থান করছে। কিন্তু প্রশাসনের এ ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা নেই। স্থানীয় গরুর হাটের দৃশ্যটি আরও বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। হাজার হাজার বাংলাদেশীর এখানে গমনাগমন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই গরুর হাটটি সপ্তাহে একদিন শুক্রবার বসত। কিন্তু এখন সাত দিনই সমানভাবে চালু আছে। সপ্তাহে বুধ ও বৃহস্পতিবার প্রায় ৩০/৪০ খানা ট্রাক যোগে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লী আলিগড় প্রভৃতি স্থান থেকে হাজার হাজার গরু-বলদ এই হাটে আসছে হচ্ছে। ট্রাক ছাড়াও হাঁটা পথে গরু আমদানী হচ্ছে। ধুলিয়ান, শোভাপুর এলাকায় কালোবাজারীদের সহায়তায় বাংলাদেশীরা হাজার হাজার গরু-বলদ নিমতিতা, সমসেরপুর, দেওনাপুর, শোভাপুর প্রভৃতি (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেরক্স ঘর যোগাযোগ : পণ্ডিত প্রেস : রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯১ সাল।

ব্লু-ফিল্ম

সংবাদে প্রকাশ, শহরে কোনও এক ভিডিও কফি হাউসে ভিডিও ফিল্ম দেখাইবার নামে ব্লু ফিল্ম প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রচারিত এইসব কুরুচিপূর্ণ নোংরা ব্লু ফিল্মগুলি যাহারা দেখে, তাহারা সবাই কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক নয়। টিকিটের পয়সা পাইলে কে আর তাহা বিচার করে? সংবাদে আরও জানা যায় যে, ব্লু ফিল্মের প্রদর্শনীতে মাঝে মধ্যে প্রশাসনের কেহ কেহ হাজির থাকেন। মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে চলেন, অন্যেরাও সেই পথকে আদর্শ হিসাবে ধরিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? তাই শহরের উপকণ্ঠ অঞ্চলের নানা স্থানে ভিডিও কফি হাউসগুলিতে ব্লু-ফিল্মের চালাও কারবার চলিতেছে। অথচ প্রশাসনিক অনুমতিপত্র ছাড়াই কফি হাউসগুলি চলিতেছে।

শোনা গেল, মূলতঃ কলিকাতা হাইকোর্টের একটি আদেশের বলেই নাকি কফি হাউসগুলি খোলা হইয়াছে কফিহীন এইসব কাফে; কিন্তু উদ্দেশ্য অন্যবিধ। ভিডিও ফিল্ম প্রদর্শনই প্রধান লক্ষ্য এবং রাত্রি বাড়িলে ব্লু-ফিল্মের নোংরামি। এই নোংরা কারবারে পয়সা প্রচুর। সভ্য মানুষের পশুরুচির প্রকৃষ্ট পরিচয়। কেননা যুবচিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া যে উপার্জনের ধান্দা, তাহাতে আর যাহাই হউক, জাতীয় মেরুদণ্ডকে ঘূর্ণগ্রস্ত করিবার এক সুন্দর ব্যবস্থা এবং যুবমনকে উদ্দাম করিবার এক চতুর চক্রান্ত।

এহ বাহ্য। আরও কফি হাউস নাকি খোলা হইবে। সহজেই অনুমেয়, যুবমনকে অবক্ষয়ের পথে ঠেলিয়া দিতে আজ সমাজ কতখানি উদ্‌গ্রীব। স্থানীয় প্রশাসনও ব্লু-ফিল্মের খবর রাখেন। কিন্তু হাইকোর্টের ঝামেলায় জড়াইতে কেহ চাহেন না। তাই কোন ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁহারা নারাজ। কিশোর ও যুবকেরা দলে দলে কফি হাউসগুলিতে ভীড় করিতেছেন। অভিভাবকবৃন্দ এইজন্য চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই সব নোংরা ব্লুফিল্ম প্রদর্শন অবিলম্বে বন্ধ করিবার দাবী জানাইয়াছেন। কিন্তু সাফল্য কতদূরে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে ইহা ঠিক যে, এই সব ব্লু-ফিল্মের প্রদর্শনী দ্বারা যুবসমাজকে বিকৃতরুচি করিবার এবং অধঃপতনের পথে ঠেলিয়া দিবার অধিকার যাহারা পায়, তাহারা চিরকাল সমাজেরই শত্রু। প্রশাসনকে এইজন্য কঠোর হইতে হইবে।

ভিন্নচোখে

শোকার্ত পিতার সেই কথাগুলি আমাকে বারবার তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিনা। পাশের ঘরে চিরনিদ্রিত পুত্র। বাড়িতে প্রিয়জনদের ভীড়। ভীড় সদরে। মফস্বলে। ঘরে বাইরে। রাস্তায়। জনস্রোত। এ এক অভাবনীয় মিছিল। হতভাগ্য পিতা বলছেন: 'বাবা বলতেন ঠাকুরের নৈবেদ্যের কলার উপরই দৃষ্টি।' এর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের স্মৃতি রোমন্থন। বড় সাদামাটা উপমা। অথচ মর্মস্পর্শী। একে ভাবার ঝল্‌মলে পোষাক পরানো যায় না। এর অনাবৃত রূপটাই শোকের ঝালা সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গত মনে আসে শোকগ্রস্ত প্রৌঢ়ের স্বর্গত পিতৃদেবের উক্তি: 'চেষ্টার তো ত্রুট করিনি ভাই। সমস্ত শক্তি সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা করেছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেনালটি কিক্-এ গোল দিয়ে হারিয়ে দিলে।' এও পুত্র শোকাতুর এক হতভাগ্য পিতার উক্তি।

তাঁকে আমরা সান্ত্বনা দিতে পারিনি। সান্ত্বনা দিতে পারিনি সেই বালিকাবধূকে। তিন বছরের মেয়েটিকে অপাঙ্গে দেখে একরকম— জনস্রোতে লুকিয়ে পড়েছিলাম। এ সমস্ত মুহূর্তে আপ্তবাক্যগুলি মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় সেই চিরস্মরণীয় শ্লোকটি:

'অহন্যাহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্ শেষাস্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্।'

সত্যই তাই। প্রতিদিন মানুষ, জীবজন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, কিন্তু তবুও মানুষ মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করে না, তার ধারণা তার কখনও মৃত্যু হবে না। এর চেয়ে আর আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই।

এটা আমরা জানি। আমরা এও জানি যে জীবন পদ্মপাতায় জলের মত। তবুও আমরা জীবনকে আগলিয়ে রাখতে চায়।

সেদিনের সৈনিকটি পৌঁছে গেছে

জেলা বিজ্ঞান মেলা

সংবাদদাতা: উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত ১৫ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান মেলা '৮৫ শেষ হয়েছে। এই বিজ্ঞান মেলার উদ্যোক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তর। সহযোগিতা করেন বিড়লা শিল্প ও কারিগরী (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পরবাসে। রেখে গেছে তার অসংখ্য স্মৃতি। আমি ভাবি অন্য কথা। নারকেল গাছের মাথা ছুঁয়ে চাঁদ উঠবে। সেই আলো লুকোচুরি খেলবে বাড়ির মাথায়। আনাচে। কানাচে। লেবু ফুলের গন্ধ নাও ভেসে আসতে পারে। মেয়েটি নিশ্চয়ই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোন এক নির্জন মুহূর্তে তার প্রিয়জনের সান্নিধ্যের উষ্ণতাকে খুঁজে বেড়াবে। তখন যদি আমাকে 'শোলোক্ বলা কাজলা দিদির মত' তার বন্ধুর সন্ধান চায় তাকে 'কি' উত্তর দেব?

উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই লুকোচুরি খেলবে। চাঁদ হারিয়ে যাবে মেঘের পাহাড়ে।

মণি সেন

যাওয়া

সিদ্ধার্থ দত্ত

(রবীন্দ্র পণ্ডিতের অকাল বিয়োগে)

এভাবে চ'লে যাওয়া কি ঠিক?
এইসব সুখী দালান, বিষন্ন দাওয়া
ছেড়ে?

মানুষের জীবনে তো সবদিন
শুভেনা শঙ্খচিল, তুলোট মেঘ
ধূসর আকাশ শুধু গেয়ে যায়
দুঃখের গান
বুকের মধ্যে তবু গড়ে ওঠে
আকাশচুম্বী মিনার
কাশফুলের বন পেরিয়ে
পায়ে চলা পথ, কবিতা
রোদের গন্ধ, রজনীগন্ধার আভিজাত্য
সব ছেড়ে চ'লে যাওয়া
বড়ো কষ্টের!

একবার গেলে যে,
আর কখনো ফেরা যায় না
কোনোদিন কোনো সময়!

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

Abridged tender notice no. 8 of 1984-85 in respect of Ganga Anti Erosion Division.

Sealed tenders are invited in W. B. F. no. 2911 (ii) from enlisted class—1 contractors of I & W. D. and bonafide outside contractors for the work noted below by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad. The name of the work, Estimated cost & earnest money are :

1. Bank protection work by revetment at Merupur under Aurangabad reach in Suti, Dist. Murshidabad.

Rs. 3,01,004/- : Rs. 6,020/-

Details regarding time allowed, tender documents and other particulars may be had from the above office upto 4-P. M. in any working day.

Last date of application for purchasing tender form is 25.2.85. upto 1-00 P.M.

Last date of receipt of tender is 28.2.85 upto 3-00 P.M

(P. K. Ghosh)
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division.

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

স্বল্প সঞ্চয় আলোচনা চক্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা বালিয়া নেতাজী সংঘের পরিচালনায় গত ১৮-২-৮৫ ক্লাব প্রাঙ্গণে স্বল্প সঞ্চয় আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। সকালে পতাকা উত্তোলন, বালিয়া সব পেয়েছি আসরের সোনার কাঠি ভাই বোনদের পথ পরিক্রমা, স্বল্প সঞ্চয় প্রদর্শনী, বসে আঁক প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি প্রতি-যোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। স্বল্প সঞ্চয় আলোচনা চক্রে সাগরদীঘি ব্লকের বি ডি ও নন্দদুলাল ভকত, স্বল্প সঞ্চয় সহ অধিকর্তা নির্মলেন্দু উপাধ্যায় এবং ব্লক সংগঠক অশোককুমার দত্ত স্বল্প সঞ্চয়ের বিভিন্ন পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে সকলকে পোষ্ট অফিসে সঞ্চয় করতে আহ্বান জানান। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অভিযোগ উঠে, পোষ্ট অফিসের টাকা তুলতে গেলে বালিয়া শাখা অফিসে এবং মনিগ্রাম সাব অফিসে খুব দেরী হয় এবং দীর্ঘদিন পর টাকা পাওয়া যায়। উপঅধিকর্তা জানান তিনি এ ব্যাপারে ডাক বিভাগকে জানাবেন। সন্ধ্যায় জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য দপ্তরের ছায়াচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

বিজ্ঞান মেলা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

সংগ্রহশালা। জঙ্গিপুর মহকুমায় এ ধরনের বিজ্ঞান মেলা এই প্রথম। স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান মেলা বেশ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতিদিন বহু সংখ্যক দর্শক বিজ্ঞান মেলায় প্রদর্শিত মডেল-গুলি দেখার জন্য ভীড় জমিয়েছিলেন। মেলায় সারা জেলা থেকে মোট ১৮টি বিদ্যালয়ের ৪১ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ১২টি বিজ্ঞান ক্লাবের ১৯ জন সদস্য ৪৫টি মডেল প্রদর্শন করে। এর মধ্যে ৩০টি মডেল ছাত্রদের ও ১৫টি মডেল বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের তৈরী।

এই বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি "কুইজ প্রতিযোগিতা"-রও আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করেন সামসেরগঞ্জ ব্লকের বি ডি ও কমল রায়। প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় হয় যথাক্রমে কন্দর্প দাস ও সুধীর পাল। দুজনেই ছাববাটি কে ডি বিদ্যালয়ের ছাত্র। তৃতীয় স্থান অধিকার করে পাঁচগ্রাম সায়েন্স ফোরামের আশুতোষ মিত্র।

বিজ্ঞান মেলার শেষদিনে অর্থাৎ ১৭ ফেব্রুয়ারী বিকালে মডেল প্রতিযোগি-তায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ পর্বের মধ্য দিয়ে তিনদিনব্যাপী এই বিজ্ঞান মেলার সমাপ্তি সূচিত হয়।

এই মেলায় মডেল নির্মাণে শ্রেষ্ঠতম পুরস্কারটি পেয়েছেন প্রতিবন্ধী ছাত্র পুলক পাল। পুলক লালবাগ সিংঘী হাইস্কুলের ছাত্র। এ ছাড়াও শুভেন্দু পাহাড়ী (জঙ্গিপুর হাইস্কুল), তনুশ্রী ঘোষ (গোরাবাজার বালিকা বিদ্যালয়) প্রমুখরাও পুরস্কার লাভ করে। মেলায় বিশিষ্টদের মধ্যে এস ডি ও ত্রিলোচন সিং, এ ডি এম পি কে আগরওয়াল ও অতুল দত্ত প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ব্যবহার করুন
সি. আর. দাশের
রাঙ্গাজবা
মুক্তিক টুথ পাউডার
যত্নন নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে
মুক্তিক টুথ পাউডার
মুক্ত ছড়ানো হাসি, মুক্তিক ভালবাসি!

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে
সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের
বিপুল সমাবেশ—
ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন
জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ান ৫

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পাশে)
হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জঙ্গিপুর পৌরসভার জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, স্থানীয় কর্ম্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে পৌর ট্যাক্স আদায়ে এবং ট্যাক্স বিভাগের কাজকর্ম্মে অভিজ্ঞতা আছে এমন প্রার্থীর ১০ (দশ) জনের নাম ১৫-১২-৮৪ তারিখের পর হতে আবার তাগাদা দেওয়ার পর অত্র অফিস থেকে নাম না পাওয়ায় এবং বৎসর শেষ হতে যাওয়ায় ট্যাক্স আদায়কারী নিয়োগ জরুরী হওয়ায় জঙ্গিপুর পৌরসভার অধিবাসীগণের মধ্য হইতে উক্তমত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীর কাছ হইতে পত্রিকা প্রকাশ হওয়ার তারিখ হতে ১৫ দিন মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। সংশ্লিষ্ট দরখাস্তকারীগণকে জঙ্গিপুর কর্ম্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের Registration নং সহ তাহার নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নাম, পিতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা/বাসস্থান, পৌরট্যাক্স আদায় এবং আদায় বিভাগের কাজ অভিজ্ঞতা ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত পৌরপতি, জঙ্গিপুর পুরসভার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। সরকারী নিয়মমাফিক বয়স এবং সর্ব্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা অবশ্যই স্কুল ফাইনাল হওয়া চাই।

বয়স শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার সপক্ষে প্রত্যয়িত প্রমাণ পত্র দাখিল করিতে হইবে।

নিয়োগ পত্র পাইলে সিকিওরিটি জমা দিতে হইবে মিউনিসিপ্যালিটির নিয়মমাফিক।

দেবব্রত সাধু
তাং—২০-২-৮৫ ভাইস চেয়ারম্যান
জঙ্গিপুর পৌরসভা

বাম ভাবমূর্তি ম্লান করেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্ষমতাসীন দল হিসেবে ফ্রন্ট শরিকদের সেইসব দুর্নীতির প্রশ্রয়দানকেও দায়ী করেছেন। জেলার বেশ কিছু অফিসার বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে দুর্নীতি চালিয়েও বছরের পর বছর ধরে জেলা তথা মহকুমাগুলিতে বহাল তবিয়তে রয়েছেন। জঙ্গিপুরের খাদ্য দপ্তরের এক আমলার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। কিন্তু অভিযোগ, বামফ্রন্টের স্থানীয় নেতারা তাঁকে এখানে রাখার জন্য বারবার তদাবর করেছেন। সি পি এমের হস্তক্ষেপে পুলিশ প্রশাসন কার্যতঃ পঙ্গু হয়ে পড়েছে। ফলে মাঝে মধ্যেই বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। শুধু সাধারণ নির্বাচনগুলিতেই নয়, কলেজ নির্বাচনগুলিতেও সি পি এম সর্ব্বত্রই পরাজিত হয়েছে। সেখানে কার্যতঃ সামগ্রিকভাবে ক্ষোভেরই বাহঃ প্রকাশ ঘটেছে। আর এস পি ও ফঃ ব্লক দলের মধ্যে আলাপ আলোচনা করেছেন। তাঁরা ফ্রন্টের পিছনে সমর্থন হ্রাসের কারণ হিসেবে সি পি এমের কার্যকলাপকে দায়ী করছেন।

এক নেতার মতে, গত কয়েক বছরে সি পি এম নেতারা সংযত হলে ভাল হত। ওই নেতার মন্তব্য, আমাদের কর্মীরা সি পি এমের হাতে সর্ব্বত্রই মার খাচ্ছে। বহু কর্মী নিহত হয়েছেন। এ অবস্থায় দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই নেতার মতে, বামফ্রন্ট বহু ভাল কাজ করেছেন। কিন্তু সমস্যা জর্জর মানুষের মনে তা বড় একটা দাগ কাটতে পারেনি। বাম চলাচল জেলায় পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছে। আর টি এ ও পুলিশ বিভাগ দুর্নীতির সবচেয়ে বড় আড্ডাখানা হয়ে উঠেছে। কথায় কথায় রাজনীতি মানুষের মনকে বিষিয়ে দিয়েছে। ফলে ফ্রন্টের ভাবমূর্তি ক্রমশঃ ম্লান হয়েছে।

চোরাকারবার চলছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বর্ডার দিয়ে পাচার করছে। তাছাড় বাংলাদেশীরা এই পথ দিয়েই বিহার, কানপুর ও অন্যান্য রাজ্যে গিয়েও এই তৎপরতা চালাচ্ছে। ফলে অন্যান্য রাজ্য থেকেও এই হাটে প্রচুর গরু আমদানী পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহায

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয়

এবং

বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।